বিদায় বারউড

মনে করুন অনেক দিন পর দেশে যাচ্ছেন। গিয়ে দেখেন আপনার বাবা-মা আপনাদের স্মৃতি জড়ানো পুরানো বাড়িটা বিক্রী করে অন্য একটা বাড়িতে উঠেছেন। কেমন লাগবে? ঠিক তেমনি লেগেছে গত শনিবার ইঙ্গেলবার্ণে আয়োজিত বৈশাখী মেলায় গিয়ে। বাড়ীটা অনেক বড়, লোকজনের চেহারাও আগের মতই আছে কিন্তু প্রিয় স্মৃতিগুলো নেই। অনেকক্ষন বুঝতেই পারিনি বৈশাখী মেলায় এসেছি। মনে হচ্ছিল বাংলা মেলায় ঘুরছি। সিডনীতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ দুইটা, বারউডে মেলাও দুটো হতো। কোন পরিষদ কবে থেকে এখানে মেলা করছেন আমি সে আলোচনায় যাবো না। আমার মতো সাধারন মেলা প্রেমিকের কাছে পরিষদের চেয়ে পরিবেশটাই বড়। কিন্তু বারউড নেই। সেটাই সত্যি। বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে।

মেলা কেমন হলো

মেলা জমেছিল ভাল। আমি গিয়েছিলাম ১টার দিকে। লোকজনের ভিড়ে তখন মেলা জমজমাট। ছেলের শরীর খারাপ বলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান না দেখেই ৫টার দিকে চলে আসতে হয়েছে। মেলা তখন লোকে লোকারন্য।

ডিজিটাল ক্যামেরা

প্রতিবছরের মত বেশ কিছু ছবি তুলেছিলাম মেলায়। ডিজিটাল ক্যামেরার সুবাদে ছবি তোলা এখন সহজ কাজ। ফিল্ম কিনতে হয় না। ওয়াশ করার ঝামেলা নেই। একটার জায়গায় দশটা ছবি তুলি। তারপর বেছে বেছে ভালগুলো রাখি বাকি গুলো ডিলিট। কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবিতোলা যেমন সহজ ছবি ধ্বংস করাও তেমনি সোজা। মেলা থেকে বাড়িতে ফিরে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলাম। ক্যামেরা থেকে ছবিগুলো বের করার সময় একটা ভুল বোতামে চাপ দিয়েছিলাম। ব্যাস! সব শেষ! এতগুলো ছবি এক নিমেষে মুছে গেল। এখন কি করি! উপায় একটাই ছিল, থালা হাতে পথে নেমে পরা, ছবি ভিক্ষা করতে। তাই করলাম। তূর্য, বনি আমিন এবং মাহমুদা রুনুকে ধন্যবাদ তাদের নিজের সংগ্রহ থেকে আমাকে কিছু ছবি দান করার জন্য। মেলায় যাদের ছবি তুলেছিলাম কিন্তু ছাপতে পারছিনা তাদের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। **- আনিসুর রহমান**

মেলার বিশেষ আকর্ষণ প্রতীতির স্টলে
সুচীর গরম লুচি